মুহাম্মাদ সাঃ, উলামা সম্মেলন ও খালীফাহ মাহদী

বদর যুদ্ধ ইতিহাসের এক স্মরনীয় ঘটনা। মাত্র ৩১৩জন মুসলিম। অস্ত্র হিসাবে দুটি ঘোড়া, দুটি বর্ম, দুটি তলোয়ার ও ৭০টি উঠ। পক্ষান্তরে মুশরিক সেনা প্রায় এক হাজার। দুই শত অশ্বারোহী, ৭০০উষ্ঠারোহী সহ সময়ের শ্রেষ্ট মারনাস্ত্রে সজ্জিত তারা।

তথাপিও মুসলমানদের অসাধারন বিজয় সাধিত হল। কয়েকজন জাতীয় নেতা সহ ৭০জন মুশরিক নিহত হল। বন্দি হল আরো ৭০জন। এমন অবিশ্বাস্য বিজয়ে আরব জনগণের মাঝে অভুতপুর্ব সাড়া পড়ে গেল। মানুষ ভাবতে শুরু করল: মুহাম্মাদ সত্য নবী। মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীগণই সঠিক। তাই আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে মক্কাহর ধুর্ত নেতারা অন্য ফন্দি আটল। জনমত অনুকূলে রাখতে তারা আন্তর্জাতিক উলামা সম্মেলনের আয়োজন করল। তখনকার দিনে উলামা বলতে ইয়াহুদ আলিমগণকেই বুঝানো হত। বরেন্য ইয়াহুদী পন্ডিত কায়া'ব বিন আশরাফ সহ অনেক আলিমগণকে দাওয়াত করা হল।

ইয়াহুদ উলামাগণ মক্কাহ এসে বদরে নিহত মুশরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল। :রক্তের বদলে রক্ত'' এমন বিধানের বৈধতা দিয়ে বদলা নেয়ার জন্য মক্কাহ বাসীকে উৎসাহিত করল, প্রেরনা দিল।

সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে আবু-সুফিয়ান বলল: *আজ আপনাদের ডাকা হয়েছে এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। আজ আপনাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে হবে। আরবের জনগণ আপনাদের দিকে চেয়ে আছে। মুহাম্মাদ বলে বেড়াচ্ছে: সে নাকি আল্লাহর নবী। কিছু ভ্রান্ত তরুন, গোলাম ও মদীনাহর কৃষকগণ তার কথায় প্রতারিত হয়ে জাতির সাথে বিদ্রোহ করছে। ফলে অশান্ত হয়ে উঠছে আরব জাহান। চার দিকে জ্বলে উঠছে অশান্তির আগুন। আজ আপনাদের পরিস্কার করে বলতে হবে: আমরা সঠিক পথে আছি, না মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা ?*

আবু-সুফিয়ান আরো বলল: আমরা আল্লাহর ঘরের সেবা করি। হাজ্জ ও উমরাহ করতে আসা হাজিগণকে আপ্যায়ন করি, মেহমানদের খেদমত করি, আত্মীয়দের সাথে সদাচার করি, অসহায়দের সাহায্য করি, কয়েদিদের মুক্ত করি হত্যাদি ইত্যাদি। ঐতিহ্য গত ভাবেই আমরা (হাজারো) ভাল কাজ করে যাচ্ছি।

পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীরা: বাপ-দাদার নীতি আদর্শ (জাতীয় ঐতিহ্য) বিসর্জন দিয়েছে। জাতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, নিজ জাতি ও সম্প্রদায়ের বিরোদ্ধে যুদ্ধ করছে, আত্মীয় স্বজনদের হত্যা করছে, তাদের ধরে নিয়ে মুক্তিপণ আদায় করছে, আল্লাহর ঘরকে অবজ্ঞা করে ছেড়ে চলে গেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি (হাজারো) অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে।

আজ আমরা আপনাদের জমা করেছি। আপনাদের দিক নির্দেশনাই আমাদের কাম্য। আপনারা বলুন: মুহাম্মাদ সঠিক, না আমরা ?

মুহাম্মাদ সাঃ ও ইসলামকে মনে-প্রাণে ঘৃনা করে ইয়াহুদ আলিমগণ। তাদের ইচ্ছা ছিল আখেরী নবী হবেন তাদেরী একজন। এক আরবকে নবী মেনে নিতে রাজি নয় ইয়াহুদ সমাজ। নবী মুহাম্মাদ সাঃ ও ইসলামের প্রতি হিংসার অনল দাউ দাউ করে জ্বলছিল তাদের হৃদয়ে। তাই ইসলামের বিরোধিতায় কান্ডজ্ঞান হারিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকেই বিসর্জন দিল ইয়াহুদী আলিমগণ। তারা নিজেদের আল্লাহর প্রিয় বলে দাবি করেও মুর্তি

পূজারীদের সমর্থন দিল। মক্কাহর মুশরিকদের পক্ষে ফতোয়া জারি করে তারা ঘোষনা করল: আপনারাই সঠিক পথে আছেন। মুহাম্মাদ ও তার অনুসারীরা বিধর্মী, বিচ্ছিন্নতাবাদী। নাযিল হল:

তাদের দেখনি ? আল্লাহর কিতাবের একটা বিরাট অংশ (৪টির ৩টি কিতাব) পেয়েও তারা মুর্তি আর তাগুতকে মেনে নিল। এবং কাফিরদের সম্পর্কে বলল: তারা নাকি মুঅ্মিনদের চেয়ে অধিকতর সঠিক। আসলে এরা এমন (আলিম) যাদের আল্লাহ লায়'নত করেছেন। আর আল্লাহ যাদের লায়'নত করেন তাদের রক্ষা করার মত কাউকে খুজে পাবে না। (৪ নিসা- : ৫১,৫২)

পর্যালোচনাঃ যুগে যুগে ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের বিরুদ্ধে এভাবেই ষড়যন্ত্র করে বেইমান সমাজপতিরা। আর এক শ্রেণীর স্বার্থপর, মহালোভী তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করে আম জনতাকে বিভ্রান্ত করে।

কিন্তু প্রকৃত মুসলমানগণ তাদের ফাঁদে পা না দিয়ে ওহুদের আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করে। ইহাই ইসলামের ইতিহাস। বারবার ইতিহাসের পুনরাবৃতি ঘটে। ইহাই নিয়ম।

মুহাম্মাদ সাঃ ও মুঅ্মিনদের নিয়ে তখনকার বিশ্ব মোড়লেরা অনেক প্রপাগান্ডা করেছে। ইসলামী গণজাগরন ঠেকাতে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি বিদ্বেষী হয়ে ইয়াহুদ আলিমগণ বিশ্ব মোড়লদের সহায়তা করেছে।

ঠিক একই ভাবে একই পদ্ধতিতে প্রপাগান্ডা করা হবে মাহদী ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে। বিশ্ব মোড়লেরা ইসলামী জাগরন ঠেকাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। এবং এক শ্রেণীর দলবাজ আলিম তাদের সমর্থন ও সহায়তা দেবে। দিকে দিকে এরই আলামত ফুটে উঠছে।

কারন: বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা দেওবন্দি, বেরলভী, সালাফী, আহলে হাদীছ, তবলিগী, জিহাদী, গণতন্ত্রী ইত্যাদি নানা দলে উপদলে বিভক্ত। সব দলেরই দাবী: একমাত্র তারাই সঠিক ও সত্য। বাকি সব ভ্রান্ত ও গুমরাহ।

এখন ভেবে দেখুন ! মাহদী যদি দেওবন্দি হন তবে বেরলভী, সালাফী, আহলে হাদীছ কোন অবস্থাতেই মেনে নেবে না। মাহদী বেরলভী হলে মেনে নেবে না অন্য কেহই।

মাহদী যদি সালাফী হন তবে দেওবন্দি বেরলভী কেউ মেনে নেবার প্রশ্নই উঠে না। কারন বেরলভীরা সালাফীদের কাফির ও দেওবন্দিরা ভ্রান্ত মনে করে।

মাহদী যদি তাবলিগী হন তবে গণতন্ত্রী ও জিহাদীরা মেনে নেবে না। আর মাহদী গনতন্ত্রী হলে মেনে নেবে না তাবলিগী ও জিহাদীরা। মাহদী জিহাদী হলে তাবলিগী ও গণতন্ত্রীরা মেনে নেবে না।

মাহদীর বিরোধিতাকারী এক শ্রেণীর মৌলোভী বিশ্ব মোড়লদের চাটুকারী করে মাহদী ও তাঁর অনুসারীদের বিরোদ্ধে ফতোয়া জারী করে আম জনতাকে বিভ্রান্ত করবে। ইহাই ঐতিহাসিক সত্য।

মাহদীঃ হাদীছে বর্নিত আছে মাহদী আত্মপ্রকাশ করেই মক্কাহ দখল করে ইসলামী খিলাফাহ ঘোষনা করবেন। তখন *(তাঁকে বিচ্ছিন্নতা বাদী ও ভ্রান্ত ফতোয়া দিয়ে)* পাঠানো হবে সম্মিলিত মুসলিম ফোর্স। মক্কাহ আক্রমন করে মাহদী

ও তাঁর অনুসারীদের হত্যা করতে ধেয়ে আসবে বিশ্ব মোড়লদের গঠিত তাবেদার মুসলিম বাহিনী। পথে কোন নিম্ন উপত্যকায় *(হাদীছে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বাইদ্বা অর্থ নিম্ন উপত্যকা। আর মক্কাহ ও মদীনাহর মধ্যবর্তি একটি নিম্ন উপত্যকার নাম ও বাইদ্বা)* এ বাহিনী আল্লাহর গযবে পতিত হবে। তাদের গিলে খাবে উপত্যকার মাটি।

তারপর *(আবু-সুফিয়ানের বংশধর)* এক কুরাইশ নেতা মাহদীর বিরোদ্ধে রুখে দাড়াবে। মাহদী বাহিনীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ধ্বংস হবে এরাও। এদিকে খুরাসান *(আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়া)* থেকে ধেয়ে আসবে অকুতভয় মাহদী সেনারা। শাম *(সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন)* কে কেন্দ্র করে বেজে উঠবে রণ-দামামা। প্রায় ৯ লাখ সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে দুশমনের মিত্র জোট। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও ভয়াবহ যুদ্ধে অংশ নেবে মাহদীর নেতৃত্বাধিন মুসলিম বাহিনী। দীর্ঘ ৬ বছর যুদ্ধ করে বিজয়ী হবেন মাহদী।

মাহদীর বিশ্ব বিজয়ে দিশাহারা হয়ে পড়া ইয়াহুদীদের ত্রানকর্তা হিসাবে আবির্ভুত হবে দাজ্জাল। দাজ্জাল নিজেকে রাব্ব বলে দাবী করবে। তাকে মেনে নেবে ইয়াহুদ সমাজ। সে মুসলিম এলাকায় অভিযান চালাবে। চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতী নেবেন মাহদী। এমন সময় আকাশ থেকে নেমে আসবেন রুহুল্লাহ ঈসা আঃ। চূড়ান্ত যুদ্ধে দাজ্জাল নিহত হবে। ধ্বংস হবে ইয়াহুদ।

এ হল এ ব্যাপারে মোটামোটি আলোচনা। বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুনঃ
১. হাদীছের কিতাব সমূহের ফিতান ও কিয়ামতের আলামত অধ্যায়।
২. কিয়ামতের আলামতের উপর লিখিত বই সমূহ। যেমনঃ
ক. কুরআন, হাদীছ, ইতিহাস, ভৌগলিক ছবি সহ প্রমানিক গ্রন্থ: **নিহায়াতুল আ'লাম** (আরবী)
খ. নিহায়াতুল আ'লামের ইংলিশ অনুবাদ: **দ্যা এন্ড ওফ দ্যা ওয়ার্ল্ড।** ইত্যাদি